দৈনিক ইনকিলাব • 034

তারিখ 13-DEC 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ, ১২ ডিসেম্বর সংবাদদাতা।— পুরাতন যশোর জেলার অন্যতম বৃহৎ মহকুমা বর্তমান জেলা ঝিনাইদহ দেশের মধ্যে নানাভাবে ঐতিহ্যের দাবীদার। এই জেলা সারা দেশের যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত। তাছাড়া পাগলা কানাই, মটুক রাজা, গোলাম মোস্তফা, দামুদের সাখাওয়াত; কেশবপাল, সেলিম চৌধুরী, লালন শাহা প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের জন্মস্থান ঝিনাইদহ। এখানে উৎপন্ন ফসল সারা দেশে প্রভাব বিস্তার করে।

নতুন জেলা হিসাবে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মোট আয়তন, ১৮১·০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯৮১ সালের গণনা অনুসারে ২,৭৪,১৫১ জন।

এর মধ্যে পুরুষ ১,৪০,৮৫৩ জন এবং মহিলা ১,৩৩,২৯৮ জন। এই উপজেলার পুরাতন নাম 'ঝিনুকদহ'। এখানে প্রতিবর্গমাইলে লোকসংখ্যা ১৫১৫ জন। আর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৩·৮৫ জন। ১,৪৫,৭৫৫ জন নারী-পুরুষ ভোটার। এর মধ্যে ৭০৬৯৩ জন মহিলা এবং ৭৫,০৬২ জন পুরুষ। এ উপজেলায় একটি পৌরসভা আছে যার লোকসংখ্যা ৪৯,৩৫৫ জন। ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় মোট ১৭টি ইউনিয়ন এবং ২৬৮টি মৌজায় ২৭৫টি গ্রামে ৪৬,৭৬৯টি কাঁচা-পাকা বাড়ী। উপজেলায় মোট ৫৮৩ মাইল কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। এর মধ্যে মাত্র ৫ মাইল ইটের রাস্তা এবং ৩২ মাইল পাকা রাস্তা। বাদবাকি সবই কাঁচা রাস্তা।

কৃষি ঃ

এ উপজেলায় উৎপন্ন ফসলগুলোর মধ্যে ধান, পাট, আখ, তামাক, পান, কলা প্রধান। মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১৩৭০০০ একর। আবাদী জমি ৯১০০০ একর। এখানে কৃষি কাজের জন্য গভীর নলকূপের সংখ্যা চালুযোগ্য ৪১টি এবং চালুকৃত ২৩টি। অগভীর নলকূপ চালুযোগ্য ১৭৫টি এবং চালুকৃত ১৬৪টি। চাষাবাদ পধ্দতি সেই প্রাচীন আমলের।

শিক্ষা ঃ এখানে বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৭টি, নিম্ন মাধ্যমিক ৬টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় (বেসরকারী) ২৭টি, সরকারী ৯৪টি। সিনিয়র মাদ্রাসা ২টি, জুনিয়র মাদ্রাসা ৪টি, ফোরকানিয়া ৪টি এবং একটি পাবলিক লাইব্রেরীসহ একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে।

শিল্প ঃ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আজ পর্যন্ত এখানে বৃহৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে এখানে ৩৫টি তাঁত শিল্প, ৩০টি হস্তচালিত তাঁত আছে। ১টি বিড়ি কারখানা, ২টি ডাল মিল, ৬৫টি ধান কল এবং ৪টি নির্মীয়মান কাপড় কল আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ঃ

এখানে ১টি হাসপাতাল, ২টি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়, ১টি মাতৃসদন, ১টি পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও একটি প্রজনন কেন্দ্র থাকলেও গ্রাম এলাকায় কোন চিকিৎসালয় নেই। এ এলাকায় মোট দম্পতির সংখ্যা ৪৩,২১৯ জন। সক্ষম দম্পতি ৩৯,০৪৬ জন এবং ১৯৬৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৭২৮ পুরুষ ও ১৯৮০ জন মহিলা।

বিদুৎ ঃ

বিদ্যুৎ-এর লোড শেডিং এখানকার কলকারখানার সমূহ ক্ষতি সাধন করছে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষীয় উদাসীনতায় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার তদারকির অভাবে চলতি বছরে ১০টি গরুসহ ৫ ব্যক্তির প্রাণহানি হয়েছে।